সাম্যবাদী

কাজী নজরুল ইসলাম

কবি-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৫ মে (বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম দুখু মিয়া। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। নজরুল অল্প বয়সেই পিতামাতা দুজনকেই হারান। শৈশব থেকেই দারিদ্র্য আর দুঃখ-কষ্ট ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। স্কুলের ধরাবাঁধা জীবনে কখনোই তিনি আকৃষ্ট হননি। বারো বছর বয়সে তিনি লেটো গানের দলে যোগ দেন ও পালাগান লেখেন। পরে বর্ধমানে ও ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার দরিরামপুর হাইস্কুলে লেখাপড়া করেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ১৯১৭ সালে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে করাচি যান। যুদ্ধশেষে নজরুল কলকাতায় ফিরে আসেন ও সাহিত্যসাধনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি কিছুদিন মসজিদে ইমামতিও করেন। *সাপ্তাহিক বিজলি* পত্রিকায় 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত হন। তাঁর লেখায় তিনি বিদেশি শাসক, সামাজিক অবিচার ও অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নজরুল সাহিত্য রচনা ছাড়াও কয়েক হাজার গানের রচয়িতা। তিনি বেশ কয়েকটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। তিনি গজল, খেয়াল ও রাগপ্রধান গান রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। আরবি-ফারসি শব্দের সার্থক ব্যবহার তাঁর কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের তৈরি করা পথে না চলে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে নিজেকে বিকশিত করেছেন। সাহিত্যে এনেছেন সাম্যবাদ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা। গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রচনায়ও তিনি কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। সম্পাদক এবং সমালোচক হিসেবেও নজরুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি মূলত যৌবনের কবি। যৌবনের ধর্মই হল একদিকে যেমন বিদ্রোহ এবং প্রতিবাদ, অন্যদিকে প্রেম। এ দুটো অনুভূতিরই সূচনা হয় আবেগের প্রাবল্য থেকে। নজরুলের ভাষণ, সম্পাদকীয়, সমালোচনা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রতিটি ক্ষেত্রই ভাষার কাব্যিক ব্যঞ্জনা এবং বলিষ্ঠতায় পূর্ণ। তিনিদৈনিক *নবযুগ*, *ধূমকেতু* ও *লাঙল* পত্রিকায় সম্পাদকের কাজ করেছেন। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ১৯৭২ সালে কবিকে ঢাকায় আনা হয় এবং তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করে জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। কবিকে ঢাকা ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ডিলিট, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক', ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ' ও বাংলাদেশ সরকার 'একুশে পদক' প্রদান করে। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

নজরুলের প্রধান সাহিত্যকর্ম :

কাব্যগ্রন্থ : *অগ্নিবীণা* (১৯২২), *বিষের বাঁশী* (১৯২৪), *ছায়ানট (১৯২৪)*, *সাম্যবাদী* (১৯২৫), *সর্বহারা* (১৯২৬), *সিন্ধু-হিন্দোল* (১৯২৭), *চক্রবাক* (১৯২৯), *ফণি-মনসা* (১৯২৯), *প্রলয়-শিখা* (১৯৩০);

উপন্যাস : *বাঁধনহারা* (১৯২৭), *মৃত্যুক্ষুধা* (১৯৩০), *কুহেলিকা* (১৯৩১);

গল্পগ্রন্থ : *ব্যথার দান* (১৯২২), *রিক্তের বেদন* (১৯২৫), *শিউলিমালা* (১৯৩১);

প্রবন্ধগ্রন্থ : *যুগবাণী* (১৯২২), *রাজবন্দীর জবানবন্দী* (১৯২৩), *দুর্দিনের যাত্রী* (১৯২৬), *রুদ্রমঙ্গল* (১৯২৬)।

ভূমিকা

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত সাম্যবাদী কবিতাটি আবদুল কাদির সম্পাদিত বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'নজরুল রচনাবলি'র প্রথম খণ্ড থেকে সংকলিত হয়েছে। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সাম্যবাদী' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত এ কবিতাটি বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক মানব সমাজ গঠনের প্রত্যাশায় রচিত হয়েছে। ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীর দোহাই দিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদকে ভুলে কবি মানবতার মর্মবাণীকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আহ্বান জানিয়েছেন এই কবিতায়।

উদ্দেশ্য

কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কবিতাটি পড়ার পর আপনি–

- নজরুল ইসলামের জীবনদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- 'সাম্যবাদ' শব্দটির অর্থের ব্যাপকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কবি মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে কীভাবে মন্দির, মসজিদ, গীর্জার তুলনা করেছেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- এ কবিতা অবলম্বনে নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা কীভাবে আমাদের জীবনপথের প্রেরণা হতে পারে তা আলোচনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

গাহি সাম্যের গান–
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ক্রিশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!
কে তুমি?– পার্সি? জৈন? ইহুদি? সাঁওতাল, ভীল, গারো?
কন্‌ফুসিয়াস্? চার্বাক– চেলা? বলে যাও, বল আরও!
বন্ধু, যা খুশি হও,
পেটে-পিঠে, কাঁধে-মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক–
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থ-সাহেব পড়ে যাও যত সখ,–
কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?
দোকানে কেন এ দর-কষাকষি?– পথে ফোটে তাজা ফুল!
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।
কেন খুঁজে ফের দেবতা-ঠাকুর মৃত-পুথি-কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে!
বন্ধু, বলিনি ঝুট,
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন,
মস্‌জিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
এই রণ-ভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,
এই মাঠে হলো মেষের রাখাল নবিরা খোদার মিতা।
এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি

ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান!
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই।

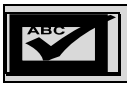

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

আরব-দুলাল– আরব সন্তান।এখানেহযরত মুহম্মদ (স) কে বোঝানো হয়েছে। **ইহুদি–** প্রাচীন হিব্রু বা জু-জাতি ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ। **কনফুসিয়াস–** চিন দেশের একজন প্রখ্যাত দার্শনিক। এখানে তাঁর অনুসারীদের বোঝানো হয়েছে। **কন্দরে**-পর্বতের গুহা, হৃদয়ের গভীর গোপন স্থান। **কোরানের সাম্য-গান–** পবিত্র কোরানের সাম্যের বাণী। **কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, গয়া–** হিন্দুদের পবিত্র ধর্মীয় কয়েকটি স্থান। **গারো–** গারো পর্বত অঞ্চলের অধিবাসী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীবিশেষ। **চার্বাক–** একজন বস্তুবাদী দার্শনিক ও মুনি। তিনি বেদ, আত্মা, পরলোক ইত্যাদিতে আস্থাশীল ছিলেন। **জেরুজালেম–** বায়তুল-মোকাদ্দস। ফিলিস্তিনে অবস্থিত এই স্থানটি মুসলমান, খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের নিকট সমভাবে পুণ্যস্থান।**জেন্দাবেস্তা–** পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা এবং তার ভাষা জেন্দা। **জৈন–** জিন বা মহাবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতাবলম্বী সম্প্রদায়। **ঝুট–** মিথ্যা। **দেউল–** দেবালয়, মন্দির। **নীলাচল–** জগন্নাথক্ষেত্র, নীলবর্ণযুক্ত পাহাড়। যে বিশাল পাহাড়ের পরিসীমা নির্ধারণ করা যায় না। **পার্সি–** পারস্যদেশের বা ইরানের নাগরিক। **বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা–** হিন্দুধর্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণীই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। **মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়–** মানুষের হৃদয়ই মসজিদ, মন্দিও, গির্জা বা অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রের মতো পবিত্র। **যুগাবতার–** বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ মহাপুরুষ। **শাক্যমুনি–** শাকবংশে জন্ম যার, বুদ্ধদেব। **সাম্য–** সমদর্শিতা, সমতা। **সাম্যবাদ–** জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল মানুষের সমান অধিকার থাকা উচিত এই মতবাদ। **সাঁওতাল, ভীল–** ভারতীয় উপমহাদেশের আদিম নৃগোষ্ঠীবিশেষ। **সকল শাস্ত্রখুঁজে পাবে সখা খুলে দেখদেখ নিজ প্রাণ–** ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরান শরিফ, হিন্দুদের বেদ, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বাইবেল–এভাবে পৃথিবীর নানাজাতির নানা ধর্মগ্রন্থ। কবি এখানে বলতে চেয়েছেন সকল ধর্মগ্রন্থের মূলমন্ত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যেই সংকলিত আছে তা হচ্ছে মানবতাবোধ, সমতার দৃষ্টিভঙ্গি। **হিয়া–** হৃদয়।

সারসংক্ষেপ

এই কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। কবির বিশ্বাস মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে পরিচিত হয়ে ওঠা সবচেয়ে সম্মানের। নজরুলের এ আদর্শ আজও প্রতিটি মানুষের জীবনপথের প্রেরণা। কিন্তু মানুষ সম্প্রদায়কে ব্যবহার করে রাজনীতি করে, দুর্বলকে শোষণ করে, এখনও একের বিরুদ্ধে অন্যকে উস্কে দেয়। এক জনের প্রতি অন্য জনকে বিমুখ করার ষড়যন্ত্র করে। নজরুল এ কবিতায় বলেছেন– "মানুষেরই মাঝে স্বর্গনরক মানুষেতে সুরাসুর।" নজরুল জোর দেন অন্তর ধর্মের ওপর। ধর্মগ্রন্থ পড়ে অর্জিত জ্ঞান যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে প্রয়োজন মানবিকতাবোধ। কবি বলেছেন মানুষের হৃদয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন মন্দির কাবা নেই। কবি সকল মত, সকল পথের উপরে স্থান দিয়েছেন মানবিকতা। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলিম সকলকে একই মায়ের সন্তানের মতো ভেবেছেন। নজরুল মানবিক মেলবন্ধনের জন্য সংগীত রচনা করেছেন। বাণী ও সুরের মাধ্যমে মানবতার সুবাস ছড়ানোর চেষ্টা করেছেন। নজরুল 'সাম্যবাদী' কবিতায় মন্দির, মসজিদ, গির্জা বা অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রের মতো পবিত্র মনে করেছেন মানুষের হৃদয়কে। এ হৃদয় যদি পবিত্র থাকে, হৃদয়ে যদি কারো প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ না থাকে, সকলের প্রতি সমদর্শিতা থাকে তাহলে পৃথিবী হবে সুখের আবাসস্থল। সাম্যবাদ মানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ বির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল মানুষের সমান অধিকার থাকা উচিত এ মতবাদ। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'সাম্যবাদী' কবিতায় সব ধরনের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাম্যবাদের বাণী প্রচার করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১.'কনফুসিয়াস' কে?

ক. চিনা দার্শনিক
খ. হিব্রু কবি
গ. ভারতীয় কবি
ঘ. ইরানি দার্শনিক

২. 'খোদার মিতা' বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক. ঈশ্বরের সহচর
খ. খোদার সহচর
গ. আল্লাহর বন্ধু
গ. যিশুর অনুসারী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

যখন তুমি ভবে এলে
তখন তুমি কি জাত ছিলে
কি জাত হবে যাবার কালে
সেই কথা কেন বল না।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে আপনার পঠিত কোন কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে–

ক. লোক-লোকান্তর
খ. সাম্যবাদী
গ. সোনার তরী
গ. ঐকতান

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

৪. উদ্দীপক ও 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি সবার উপরে স্থান দিয়েছেন–

ক. ধর্মকে
খ. সাম্যবাদকে
গ. মানুষকে
ঘ. প্রশান্তিকে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. মথুরা কাদের পবিত্র ধর্মীয় স্থান?

ক. হিন্দু
খ. মুসলমান
গ. বৌদ্ধ
ঘ. খ্রিষ্টান

৬. কাশী-মথুরা-বৃন্দাবন-গয়া বলতে বোঝানো হয়েছে ?

ক. পর্বতের গুহা
খ. ঐতিহাসিক স্থান
গ. ধর্মীয় স্থান
ঘ. মানুষের হৃদয়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মুহম্মদ কবির নিজের এলাকায় একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত হিসাবে পরিচিত। তিনি এলাকার হিন্দু-মুসলিমকে সমান চোখে দেখেন। তার কাছে সকল ধর্মের মানুষ ন্যায়বিচার পেয়ে থাকে।

৭.'সাম্যবাদী' কবিতার কোন ভাবটি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে?

i. অসাম্প্রদায়িক চেতনা
ii. সাম্প্রদায়িক চেতনা
iii. সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. ii ও iii

৮. মুহম্মদ কবির ও 'সাম্যবাদী' কবিতায় কাজী নজরুল ইসলামের উপজীব্য–

i. মনুষ্যত্ববোধ
ii. ধর্মীয় মাহাত্ম্য
iii. বংশ পরিচয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ
কাণ্ডারি ! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ।
হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারি ! বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার !

ক. 'চার্বাক' কে?
খ.কবি 'সাম্যের গান' গেয়েছেন কেন?
গ. উদ্দীপকে 'সাম্যবাদী' কবিতার কোন দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'সাম্যবাদী' কবিতার চেতনাকে ধারণ করেছে।"–উক্তিটি মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক.

চার্বাক একজন মুনি ও বস্তুবাদী দার্শনিক।

খ.

সাম্যবাদ বলতে কবি রাষ্ট্রের সকল নাগরিক অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার ভোগ করাকে বুঝিয়েছেন।

'সাম্য' শব্দের অর্থ সমতা। এটি একটি রাজনৈতিক পরিভাষা। একটি রাষ্ট্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ধনী-দরিদ্র সকল নাগরিক একই রকম অধিকার ভোগ করে। রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে সবার সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এর যদি কোন ব্যত্যয় ঘটে তবে সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাম্যবাদের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ধর্মের অচলায়তন ভেঙ্গে একটি আদর্শ মানবসমাজ গঠনে সকলকে উজ্জীবিত করেছেন।

গ.

উদ্দীপকে 'সাম্যবাদী' কবিতার অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। কবি সাম্যের গান গেয়ে মানবসমাজকে জোটবদ্ধ করতে চেয়েছেন। তাঁর সাম্যের সমাজে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কোনো পার্থক্য থাকবে না। সবকিছু ছাপিয়ে মানুষের 'মানুষ' পরিচয়টিই বড় হয়ে উঠবে।

উদ্দীপকের কবিতায় অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। এখানে অসহায় জাতি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ডুবন্ত প্রায়। এ অসহায় জাতিকে উদ্ধার করা কাণ্ডারির দায়িত্ব। এরা হিন্দু না মুসলিম এটা কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। এরা মানুষ, এটিই বিবেচ্য বিষয়। বস্তুত উদ্দীপকে কবির একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ জাগ্রত করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। 'সাম্যবাদী' কবিতায়ও কবি কাজী নজরুল ইসলাম মানবতাবাদী। তিনি এই কবিতায় সাম্যের গান গেয়ে গোটা মানবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে আগ্রহী। তাঁর স্বপ্নের সমাজে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমঅধিকার নিশ্চিত হবে। এ সমাজে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি ভেদাভেদ থাকবে না। অতএব, বলা যায় উদ্দীপকে 'সাম্যবাদী' কবিতার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ.

উদ্দীপকের বিষয়বস্ত 'সাম্যবাদী' কবিতার চেতনাকে ধারণ করেছে– মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মননে মানবতাবাদী চেতনাকে লালন করেছেন। মানবধর্মকে তিনি জাতিধর্মের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। কবি ধর্মীয় ভেদ ভুলে হিন্দু, খ্রিষ্টান, মুসলিম, বৌদ্ধদের মধ্যে সাম্যের কথা বলেছেন। কবি আশা করেছেন- সমাজে মানুষে মানুষে সব ব্যবধান ঘুচে গিয়ে সংকীর্ণবাদীদের পতন ঘটবে। তিনি কবিতাটিতে ধর্মের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে পৃথিবীতে সাম্যের সমাজ গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মানবতার গান গেয়েছেন। তাঁর চেতনায় মানবতাবাদী বোধ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ কবিতার মূলসুর শ্রেণিহীন মানবতাবাদী সমাজ গড়ার প্রত্যয়। কবি এই মানবতার গান গেয়ে গোটা মানবসমাজকে একসঙ্গে সংযুক্ত করতে চেয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার চেয়ে সুন্দর পৃথিবীতে আর কিছু হতে পারে না। বস্তুত মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান ঘুচিয়ে শান্তির বার্তা ঘোষণা করা হয়েছে 'সাম্যবাদী' কবিতায়। উদ্দীপকের কবিতায়ও কবির মানবতাবাদী চেতনার আদর্শ ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকের কবিতাংশে কাণ্ডারি জাতির কর্ণধার। তার কাঁধে অসহায় জাতিকে উদ্ধারের গুরুভার। এ কাজে মানুষের ধর্ম ও বর্ণ পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানুষের মানুষ পরিচয়টিই কাণ্ডারির কাছে বড় হবে। মূলত 'সাম্যবাদী' কবিতার মানব চেতনাই উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজন্ম অসাম্প্রদায়িক মানব চেতনাকে লালন করেছেন। এটিকেই তিনি 'সাম্যবাদী' কবিতায় ভাবে ও ভাষায় তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় সাম্যের গান গেয়ে মানব সমাজকে এক করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তিনি কল্পনা করেছেন আমাদের সমাজে এক উদার মানবতাবাদী পবিত্র আত্মার উদ্বোধন ঘটবে। 'সাম্যবাদী' কবিতার মতো উদ্দীপকেরও অন্বিষ্ট কাণ্ডারির কাছে মানুষের বড় পরিচয় হবে 'মানুষ'। যেখানে হিন্দু-মুসলিম কোনো বিভেদ থাকবে না। এক মানবতাবাদী জীবনবোধ জাতির কর্ণধারকে জীবনপথে প্রেরণা যোগাবে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'সাম্যবাদী' কবিতার চেতনাকে ধারণ করেছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

মুসলমান এবং জেলেপাড়ার অমুসলিম অধিবাসীরা এভাবেই দিন কাটায়। ধর্ম যতই পৃথক হোক, দিনযাপনের মধ্যে তাহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। সকলেই তাহারা ধর্মের চেয়ে এক বড় অধর্ম পালন করে দারিদ্র্য। বিবাদ যদি কখনো বাধে, সে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিবাদ, মিটিয়াও যায় অল্পেই। কুবেরের সঙ্গে সিধুর যে কারণে বিবাদ হয়, আমিনুদ্দিনের সঙ্গে জহরের সে কারণে বিবাদ হয়, কুবেরের-আমিনুদ্দিনের বিবাদও হয় সেই কারণেই।

ক. আরব-দুলাল কে?

খ. কবি 'অন্তর-ধর্মে'র উপর জোর দিয়েছেন কেন?

গ. উদ্দীপকের অসাম্প্রদায়িক চেতনা 'সাম্যবাদী' কবিতার সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'সাম্যবাদী' কবিতায় ধর্মের চেয়ে মানুষের মনুষ্যত্ববোধটিই বড় হয়ে উঠেছে।" –বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. গ ৩. খ ৪. গ ৫. ক ৬. গ ৭. ক ৮. ক